পারমাণবিক সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সমঝোতা

ছবি: সংগৃহীত

বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি খাতে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে বাংলাদেশ।
শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এ সমঝোতা সই হয়। বাংলাদেশের পক্ষে এতে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসাদ। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সই করেন দেশটির আন্ডার সেক্রেটারি জ্যাকব হেলবার্গ।
শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিএনপি মিডিয়া সেলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
সমঝোতার আওতায় পারমাণবিক নিরাপত্তা, প্রযুক্তি বিনিময় এবং বেসামরিক জ্বালানি ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে। দেশের বাড়তে থাকা জ্বালানি চাহিদা পূরণে পারমাণবিক শক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে, সেই সম্ভাবনাও এতে গুরুত্ব পেয়েছে।
দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় এর প্রভাবের কথাও সমঝোতায় তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, সেফগার্ডস এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার বিষয়ে উভয় দেশ সম্মতি জানিয়েছে।
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সেফগার্ডস চুক্তি ও অতিরিক্ত প্রোটোকল কার্যকর রয়েছে। পাশাপাশি দুই দেশই ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই স্বাক্ষরিত পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি)-এর অংশীদার।
এর আগে চলতি বছরের মে মাসে জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। বিভিন্ন উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার বিষয়টি সেখানে গুরুত্ব পায়।